বিচ্যুত স্বদেশভুমিঃ বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান --- তাৎক্ষণিক পাঠপ্রতিক্রিয়া

Swarnendu Sil লেখকের গ্রাহক হোন

বইপত্তর | ২০ নভেম্বর ২০২১ | ৩৩৬ বার পঠিত

বিবেক শব্দটা দৈনন্দিন অতিব্যবহারে মানের তীব্রতা হারিয়ে বহুলাংশে ক্লিশে, তাই দেবলদার "বিচ্যুত স্বদেশভুমিঃ বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান" বইটাকে বিবেকের কণ্ঠস্বর বললে কিছুই বলা হবে না সম্ভবত। তাছাড়া কথাটা নিছক অসম্পূর্ণ বিশেষণও বটে। বিবেকও সর্বদা বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা নিয়ে শাণিত যুক্তির ক্ষুরধার পথে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সত্যির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় না, স্কলারের প্রজ্ঞায় এমন চরম রাজনৈতিক সত্য উচ্চারণও করে না।

এ বই আমাদের এই সময়ের, না ম্যানিফেস্টো নয়, ব্রতকথা, যাতে পরতে পরতে হারিয়ে যাওয়া পাঁচালিদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। অথচ সেই শিশিরভেজা পথের শিশিরে শিশিরে আগুন। সে আগুণের লাল বাহ্যত সূর্যাস্তের, কিন্তু একই সাথে সূর্যোদয়ের স্বপ্নেরও।

এই বই লেগ্যাসীর, এ বই রেজিস্টেন্সের। এ বইয়ের প্রতিটি ছত্রে ছাইচাপা আগুণের মত প্রতীক্ষারত অন্তর্ঘাত, গ্রোথ ও ডেভেলপমেন্টের ডামাডোলের বিপ্রতীপে জীবনের অন্তর্ঘাত। বাংলা ভাষায় এর চেয়ে বেশি আগুন লাল কোন বই লেখা হয়নি, লেখা হয়নি এর চেয়ে গাঢ়তর সবুজ কোন বই।

ওপরের কথাগুলোয় বইটা সম্পর্কে কিছুমাত্রও বলা হল না আসলে, হওয়ার কথাও ছিল না। কিছু জিনিস পরোক্ষে আস্বাদন করার নয়। Revolution will not be televised. অস্তিত্ব ও মননের অন্তর্ঘাতও তাই, তার কমেন্টারি হয়না। বইটা পড়ে শেষ করলাম সদ্য, গুছিয়ে লেখা বা কিছু না লেখা দুইই সমান অসম্ভব তাই এই আত্মগত প্রলাপ। প্রলাপও যেহেতু চরমভাবেই ননইউটালিটারিয়ান, তাই তাও আজকের সময়ে একরকম অন্তর্ঘাতই।

কণামাত্র ডিসার্ভ না করেও দেবলদার থেকে আমি যে অঢেল স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়ে থাকি, তার দৌলতে এ বইয়ের বিবৃত ঘটনা ও তথ্যাবলীর অনেকটাই আমি বিভিন্ন সময়ে দেবলদার থেকেই শুনেছি। তা সত্ত্বেও বইটা পড়া যে দাগ রেখে গেল তা তলতলে মাটিতে কাঠের লাঙ্গলের দাগের চেয়েও গভীরতর আঁচড়। বইটার প্রতিটা অংশই অনন্যসাধারণ, তবু আলাদা করে উজ্জ্বল "দাও ফিরে সে অরণ্যঃ নেবে কে?" অংশটা। তা একই সাথে দুঃখেরও, কারণ এর চরমভাবে রাজনৈতিক আখরগুলোর কয়েক আলোকবর্ষের মধ্যে আসার মত কিছুও বাংলায় অধুনা পরিবেশবাদী হওয়া মূলধারার লেনিনবাদী বামপন্থীরা লেখেন নি।

এবার কিছু নিছক কেজো কথা। বইটা ধ্যানবিন্দু ও বসুধা-র যৌথ প্রকাশনা। বইয়ের প্রকাশনায় সর্বত্র অসম্ভব যত্নের ছাপ। পেপারব্যাক বটে, কিন্তু প্রচ্ছদ, পাতা, ফন্ট, ছাপা, প্রচুর রঙ্গিন ছবির মান, বাদবাকি সব দিক থেকেই তা এ বইয়ের যোগ্য। বইটার সূচিপত্রঃ পরিচয় পর্ব ৭ মুখবন্ধ ৯ অন্ন কৃষি অন্য কৃষ্টি ১৬ বাংলার জংলী খাবার ৪৮ দাও ফিরে সে অরণ্যঃ নেবে কে? ৮৪ বাংলার লুপ্তপ্রায় গাছপালা ১১০ থানের জঙ্গল ও ঠাকুরপুকুর ১২৮ যুধিষ্ঠির উবাচ ১৭২ শব্দসূচী ১৭৪ এর মধ্যে প্রথম দুটো ও শেষ দুটো বাদে বাকি পাঁচটি অংশ আসলে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ,প্রত্যেকটার নিজস্ব তথ্যসূত্র সহ। বইটিতে পঞ্চাশটার বেশি রঙ্গিন ছবি আছে ও আধ ডজন সারণী আছে। এর মধ্যে দু-তিনটি সারণী দৈর্ঘ্যে রীতিমত বড়। দীর্ঘতমটির বিস্তার ১২ পাতা জুড়ে।

এ বইয়ের দাম বিক্রয়মূল্যে হবে না, তবে বিক্রয়মূল্যটাকে বহরের তুলনায় বেশি মনে হলেও প্রকাশনার মান তার উপযুক্ত।

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন। টেলিগ্রাম অ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি। যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি বার পঠিত